সংবাদ

তারিখ ... 9 JAN 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৬ ...

মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়

অনিয়ম ও দুর্নীতি তদন্তে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়সারা প্রতিবেদন

● দায়ীদের শাস্তির সুপারিশ নেই

রাকিব উদ্দিন

রাজধানীর মণিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য, নীতিমালা উপেক্ষা করে ভর্তিতে অতিরিক্ত ফি আদায় এবং প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষের কাছে সাংবাদিক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনায় দায়সারা তদন্ত প্রতিবেদন করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত কমিটি। দুর্নীতি ও অনিয়মের আখড়া হিসেবে খ্যাত ওই প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ এবং পরিচালনা পরিষদের সভাপতি ও স্থানীয় এমপি কামাল আহমেদ মজুমদারের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কোন সুপারিশ করেনি কমিটি। তদন্ত কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা এ তথ্য জানিয়েছেন। তদন্ত কমিটির আহ্বায়ক ও মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের

প্রতিবেদন : পৃষ্ঠা : ১৫ ক :

প্রতিবেদন : শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের

(১ম পৃষ্ঠার পর)

(মাউশি) মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদ গতকাল বিকেলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরীর কাছে প্রতিবেদন দাখিল করেন। তবে প্রতিবেদন প্রকাশ করতে অস্বীকার করেছেন শিক্ষা সচিব ও মাউশির মহাপরিচালক। জানতে চাইলে শিক্ষা সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী গতকাল সংবাদকে বলেন, প্রতিবেদন হাতে পেয়েছি। এখন সেটি পর্যালোচনা করে সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। স্কুল কর্তৃপক্ষ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কত টাকা ভর্তি ফি নিচ্ছে, ভর্তি ও কোচিং বাণিজ্য এবং প্রতিষ্ঠানের অন্যান্য অনিয়ম সম্পর্কে কোন তথ্যউপাত্ত উপস্থাপন করা হয়নি। ফলে প্রতিবেদনের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন অভিভাবকরা।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে অভিভাবক ঐক্য ফোরামের সভাপতি জিয়াউল কবির দুলু গতকাল সংবাদকে বলেন, এ ধরনের বিষয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রতিবারই লোকদেখানো প্রতিবেদন তৈরি করে। দায়সারা তদন্ত গ্রহণযোগ্য নয়। তিনি মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনিয়ম-দুর্নীতির পুনঃতদন্ত দাবি করেন।

তিনি মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এবং ভিকারুননিসা নূন স্কুল এবার ভর্তিতে যে অতিরিক্ত টাকা নিয়েছে, তা আগামী সাত দিনের মধ্যে শিক্ষার্থীদের কাছে ফেরত দেয়ার দাবি জানান। অন্যথায় পাড়ায়-পাড়ায় ও মহল্লায়-মহল্লায় আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলেও তিনি হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন।

প্রসঙ্গত, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের অনিয়মের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে মঙ্গলবার স্থানীয় সংসদ সদস্য কামাল আহমেদ মজুমদারের হাতে লাঞ্ছিত হয় আরটিভির এক প্রতিবেদক। এ ঘটনা তদন্তে মাউশির মহাপরিচালক প্রফেসর নোমান উর রশীদের নেতৃত্বে দু'সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। কমিটির অন্য সদস্য হলেন মাউশির ঢাকা অঞ্চলের উপপরিচালক মোস্তফা কামাল।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের তদন্ত প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, স্কুল কর্তৃপক্ষের অসংযত আচরণের কারণেই মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা তৈরি হয়েছে। তথ্য অধিকার আইন অনুযায়ী গণমাধ্যমের তথ্য জানার অধিকার আছে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষ সেই আইন মেনে চলেনি। ছাত্রছাত্রী ভর্তিতে অতিরিক্ত টাকা নেয়া এবং ভর্তি সংক্রান্ত নীতিমালায় অতিরিক্ত টাকা নেয়ার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের অবস্থান সঠিক ছিল না বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর ওই দিনের ঘটনায় কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থী সম্পৃক্ত ছিল না। কোন শিক্ষক-শিক্ষার্থী আহত হয়নি এবং শ্রেণী কার্যক্রম স্বাভাবিক ছিল বলেও প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে।

সুপারিশ : ভর্তি ও শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিষয়ে স্কুল কর্তৃপক্ষকে সংযত আচরণ করতে হবে। গণমাধ্যমকে তথ্য জানানোর বিষয়ে কর্তৃপক্ষকে আইন মেনে চলতে হবে।

প্রসঙ্গত, ভর্তি ফি সর্বোচ্চ ৫ হাজার টাকা নির্ধারণ করে গত ১৫ ডিসেম্বর নিম্নমাধ্যমিক, মাধ্যমিক এবং মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়ের বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শিক্ষার্থী ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন নীতিমালা-২০১১ জারি করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।